দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৫

৮

### নিহত ছাত্রদল নেতার কুলখানিতে হামলা

# জগন্নাথ কলেজ এলাকায় ছাত্র সংঘর্ষ ঃ গ্রেফতার ১৯

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর পুরান ঢাকায় দু'দল ছাত্রের মধ্যে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে উভয় দলের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্ররা একটি প্রাইভেট কার প্রথমে ভাংচুর করে এবং পরে সেটি পুড়িয়ে দেয়। তারা বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাংচুর ও লুটতরাজ করে। ছাত্রদের একটি দল পুলিশের তাড়া খেয়ে জজকোর্টের মধ্যে ঢুকে পড়লে সারা কোর্ট প্রাঙ্গণে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনটি পাইপগান ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৯ জনকে গ্রেফ-তার করেছে। কোতওয়ালী পুলিশ এ ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে চারটি মামলা দয়ের করেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, ছাত্রদল নেতা মনিরুজ্জামান মনিরের চেহলাম উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া পার্কে কোরানখানি, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ছাত্রদল নেতা মনিরুজ্জামান ১৫ই জুন নিহত হন। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন একদল ছাত্র বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লাঠিসোটা ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রসহ অতর্কিতে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় উভয় দলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ জজকোর্ট এবং এর আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। একদল ছাত্র জজকোর্টের সামনে একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ সময়

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## জগন্নাথ কলেজ এলাকায় ছাত্র সংঘর্ষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছু লোক কয়েকটি দোকানপাট ভাংচুর ও লুটতরাজ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ সশস্ত্র ব্যক্তিদের পিছু ধাওয়া করলে তারা বিচ্ছিন্নভাবে কোর্টের মধ্যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এবং কলেজের পিছনের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে আস্তানা গাড়ে। পুলিশ সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ৩টি পাইপগান ১২টি তাজা বোমা, ১০টি রামদা ও ছোরা এবং ১৯টি বন্দুক ও রাইফেলের গুলি উদ্ধার করেছে। এছাড়া ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরমধ্যে ১৬ জনকে উল্লিখিত অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয় উক্ত পরিত্যক্ত বাড়ী থেকে। অন্য তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঢাকা জজকোর্টের সামনে থেকে।

পুলিশ জানায়, উভয় দলের ছাত্ররা পাইপগান, বন্দুক, বোমা, ইট পাটকেল, হকিস্টীক ও রামদা ব্যবহার করে। সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ ঘটে।

পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি পরে শান্ত হয়। সারা এলাকায় এখন থমথমে ভাব বিরাজ করছে। পুলিশ জানায়, বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু রশীদ মন্টু এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য মুজিববাদী ছাত্র লীগকে দায়ী করেন এবং অবিলম্বে উক্ত হামলাকারী ও ছাত্রদল নেতা মনিরের হত্যাকারীর গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানান। তিনি অবিলম্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

ছাত্র লীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ছাত্রলীগ নেতা স্বপনের মৃত্যুতে শোক মিছিল নিয়ে যাবার সময় ছাত্রদল সমর্থিত কতিপয় ছাত্র তাদের উপর হামলা করে। তারা পুলিশের ছত্রছায়ায় পিস্তল ও বন্দুক দিয়ে গুলিবর্ষণ করে বলে অভিযোগ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং ছাত্রাবাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার ও কলেজ খুলে দেয়ার দাবী জানান হয়েছে।

**৪১ জন আইনজীবীর বিবৃতি**

ঢাকার ৪১ জন আইনজীবী গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বেলা ১২টার দিকে জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। এতে প্রাণের ভয়ে বিচারক, আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী জনসাধারণকে এদিকে ওদিক ছুটাছুটি করতে হয়। আদালত অঙ্গনে এ ধরনের হামলা কোন সভ্য দেশে হতে দেয়া যায় না।

বিবৃতিতে তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ঘটনার সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা দেখা যায়নি। বিবৃতিতে তাঁরা এ ধরনের সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন, কামরুল ইসলাম, সাখাওয়াত উদ্দীন আহমেদ, সুধীর কুমার হাজরা, মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আবদুল ওহাব, মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, কৃষ্ণপদ ভৌমিক, শহীদ, হোসেন ঢালী প্রমুখ।